11 FEB 2017
8

স্কুল-শিক্ষার্থী পরিবহন নিয়ে ভাবা দরকার

সাঈদ চৌধুরী

প্রায়ই শোনা যায় স্কুল পরিবহন দুর্ঘটনা। ইদানীং মফস্বল শহরগুলোতে স্কুল-শিক্ষার্থী পরিবহন হিসেবে যে ভ্যান ব্যবহার করা হয় তাতে ব্যাটারিচালিত মটর লাগানো থাকে। এই মটরগুলোর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে ব্রেক অন্যতম। যারা এই ভ্যানগুলো চালায় তারা যন্ত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না, শুধু ব্রেক ধরা এবং বন্ধ করা ছাড়া কোনো জ্ঞান না থাকলেও রাস্তায় এই ভ্যানগুলোর গতি থাকে ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত। বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য গাড়িগুলো একটি ভ্যানের এরূপ গতি অনেক সময় চিন্তাও করতে পারে না। এই ভ্যানগুলোতে সাংকেতিক কোনো বাতিও লাগানো থাকে না। যার ফলে ব্রেক কষলে পিছনের গাড়িটিও কোনো সতর্ক বার্তা পায় না।

একটি ভ্যানে সাতজন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ওঠানো হয়। যদি কোনো কারণে চালক সামান্য ভুল করে তবে ঘটে যেতে পারে অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা। দ্রুতগতির এই স্কুল-ভ্যানগুলো কীভাবে অনুমোদন পাচ্ছে বা কারা অনুমতি দিচ্ছে তা দেখা দরকার। তা ছাড়া কিন্ডারগার্টেনগুলো স্কুল চালু করেই একটি পরিবহন কেনার কথা ভাবে। এবং বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় পরিত্যক্ত ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলো দিয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের আনা-নেওয়া করা হয়। অনেক স্কুলের গাড়িগুলো ভাঙা, রং ওঠা। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের বাইরে এই ঘটনাগুলো ঘটছে প্রতিনিয়তই। স্কুলের গাড়ি হওয়ার কারণে অনেক সময় ট্রাফিক পুলিশও গাড়িগুলো আটকান না।

সড়ক দুর্ঘটনা এমনিতেই কমানো যাচ্ছে না। তার মধ্যে এই ব্যাপারে সচেতন না হলে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচেতন দৃষ্টি। স্কুল পরিবহনে আমূল পরিবর্তন আনা যেতে পারে। একটি এলাকার স্কুলের জন্য একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে করে রাস্তায় জ্যাম কমে যেতে পারে এবং দুর্ঘটনাও কমবে। পরিশেষে, ব্যাটারিচালিত স্কুল পরিবহন এবং ফিটনেসবিহীন গাড়ি স্কুল ভ্যান হিসেবে নিষিদ্ধ করতে অনুরোধ জানাব। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আক্ষেপ এবং শোক দিবস পালন করার চেয়ে আগে সাবধানী ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই বেশি জরুরি।

গাজীপুর